ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 154 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১০ ● কলকাতা ● ০২ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 117

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অনেক সম্প্রদায়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে গলা পর্যন্ত মাটিতে গেঁড়ে দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তিকে এক লম্বা বড় গর্তে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে তার আশেপাশে মাটি ভরে দেওয়া হয়। আর তাকে সারাদিন, কোন কোন অসুখের জন্য সারারাত্রিও জমিতে গেঁড়ে রাখা হয়।

ক্রমশঃ

৬ ডিসেম্বর একমঞ্চে দেখা যেতে পারে মমতা-অভিষেককে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ৬ ডিসেম্বর তৃণমূলের সংহতি দিবসের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানে মঞ্চে থাকতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরের আবহে দলের সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে মমতা ও অভিষেক কী বার্তা দেবেন, তা নিয়ে বাড়ছে কৌতূহল।এর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ধর্মের লোককে নিয়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। এবছর সংহতি দিবসে সমাবেশ পালন করবে যুব তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সহায়তা করবে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদ ও অন্য শাখা সংগঠনগুলি। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই।

অনেকে বলছেন, গতবছর

এরপর ৬ পাতায়

অবহেলা নয়, আইনের সুরক্ষা—নয়াগ্রামের খাসজঙ্গলে বিচারকদের উদ্যোগে বড়সড় আইনি শিবির

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম:

গ্রামের নিভৃত পরিসরে আজও বহু প্রবীণ বাবা-মা নীরবে সহ্য করে চলেন অবহেলা, দুর্ব্যবহার কিংবা ঘরোয়া হিংসার দংশন। অনেকেই জানেন না—এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার আইনসম্মত পথ তাঁদের হাতের নাগালেই রয়েছে। সেই অজানাকে জানাতে, আইনের দরজা গ্রামবাসীর সামনে খুলে দিতে, নয়াগ্রাম ব্লকের খাসজঙ্গল গ্রামে আয়োজিত হল একটি উদাহরণযোগ্য আইনি সচেতনতা শিবির।সোমবার অনুষ্ঠিত এই শিবিরের আয়োজন করে ঝাড়গ্রামের কলমাপুকুরিয়া ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব, আর পুরো ব্যবস্থাপনায় ছিল জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। বিচারকরা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সামনাসামনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললেন, তুলে ধরলেন—একজন সাধারণ মানুষ ঠিক কোন পরিস্থিতিতে কোন আইনি সহায়তা পেতে পারেন এবং কীভাবে তার আবেদন করতে হয়।

শিবিরে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব ও বিচারক রিহা ত্রিবেদী বাল্যবিবাহ রোধ, সাইবার অপরাধ, প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার ও পিতা-মাতার রক্ষণাবেক্ষণ আইন নিয়ে স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। ঝাড়গ্রাম পারিবারিক আদালতের বিচারক দেবপ্রিয় বসু ঘরোয়া হিংসা, নারীদের অধিকার এবং পারিবারিক বিবাদ মেটাতে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন আইনি সুরক্ষা নিয়ে বাস্তবসম্মত আলোচনা করেন।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিস মাস্টার সুব্রত বারিক, নয়াগ্রাম থানার এসআই মামিনুর মিয়া, অধিকার মিত্র রীতা দাস দত্ত, আলেক সিং এবং অন্যান্য কর্মীরা। প্রায় ২৫০ জন গ্রামবাসী, ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ মানুষ মন দিয়ে শোনেন বিচারকদের কথা।

জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু বলেন, “এই ধরনের সচেতনতা কার্যক্রম সাধারণ মানুষের বাস্তব উপকারে লাগে। গ্রামে গ্রামে আইনকে পৌঁছে দেওয়া সময়ের দাবি।”ক্লাবের সভাপতি স্বরূপ ঘোষ জানান, “আমরা চাই প্রতিটি গ্রামের মানুষ বুঝে নিন তাঁদের অধিকারের জায়গাটা কোথায়। সেই লক্ষ্যেই আগামী দিনে আরও শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে।”আইনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ায় খাসজঙ্গলের মতো প্রত্যন্ত গ্রামেও মানুষের মুখে এখন একটাই কথা—“আইনকে জানলে অন্যায়কে থামানো যায়।”

হাওড়ায় বাইকের গ্যারাজে বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে মৃত এক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাওড়া: হাওড়ায় বাইকের গ্যারাজে বিধ্বংসী আগুন। ঝলসে মর্মান্তিক মৃত্যু গ্যারাজ মালিকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে সাঁকরাইলের মৌড়ি নিমতলা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।অন্যদিকে স্থানীয়দের দাবি, ওই বাইকের গ্যারাজের আড়ালে বেআইনি তেলের ব্যবসা চলত। ফলে প্রচুর পরিমাণে তেল মজুত করে রাখা হয়েছিল। ফলে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। আর সেই আগুনে ঝলসে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয় বলে দাবি। ইতিমধ্যে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য

এরপর ৩ পাতায়

হাহাজান ঘাটে পাকা সেতুর দাবিতে আন্দোলনের পথে গ্রামবাসীরা

পার্থ ঝা, মালদা

হাহাজান ঘটে পাকা সেতুর দাবিতে আন্দোলনের নামার পথে প্রায় ছয়টি গ্রামের বাসিন্দারা। ঘেরাও, বিক্ষোভ এবং ভোট বয়কটের মতো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছেন গ্রাম বাসিরা। মালদার মানিকচক ব্লকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালেন্দ্রি নদীতে এই হাহাজান ঘাট।তাঁর উপর দিয়ে যাতায়াত নাজিরপুর অঞ্চলের লক্ষীকোল, লস্করপুর, হরিপুর, জিতমানপুর, এদিকে রতুয়ার-১ নম্বর ব্লকের কাহালা অঞ্চলের বলরামপুরের আনুমানিক হাজার হাজার মানুষের। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত হাহাজান ঘাটের বাঁসের সেতু দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। বর্ষাকালে একমাত্র ভরসা নৌকা। সেইও আবার বারতি টাকা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। নদীর জল অল্প শুকোতেই একমাত্র ভরসা বাঁশের তৈরি সাঁকো। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নেতা মন্ত্রীরা সেতু তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও এখনও পর্যন্ত পূরণ হয়নি। এই সেতুর দাবিতে প্রায় ২০১৪ সালেও ভোট বয়কট করা হয়েছিল। সেই

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

৬ ডিসেম্বর একমঞ্চে দেখা যেতে পারে মমতা-অভিষেককে

তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল সমাবেশ আয়োজন করেছিল। আমরা মাইনরিটি, মেজরিটি বলে সংহতি দিবস করি না। সংহতি দিবস হচ্ছে, সমস্ত ধর্মের সমানাধিকারের বার্তা ও সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা। এই নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। ২০২৬-র ভোটের আগে বিজেপি বলছে, মুসলমানদের নাম আমরা বাদ দেব। সেক্ষেত্রে সংহতি দিবসে আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব থাকবেন। তাঁরা সংহতি ও সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দেবেন।"৪ নভেম্বর রাজ্যে এসআইআর-র জন্য এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হয়েছিল। ওইদিন 'এসআইআর আতঙ্কের' প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে হেঁটেছিলেন মমতা ও অভিষেক। এসআইআর নিয়ে ২ জনই জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেন। আগামী ৯ ডিসেম্বর এসআইআর-র খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তার তিনদিন আগেই তৃণমূলের সংহতি দিবসের অনুষ্ঠান।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে (৬ ডিসেম্বর) সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল। বিগত দিনে এই সমাবেশ পালন করত তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল। এবছর পালন করবে তৃণমূলের ছাত্র যুব শাখা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাব্বিশের ভোটের আগে সংহতি দিবসে বড় সমাবেশ করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের শাসকদল।

গত বছর দলের এই অনুষ্ঠানে তৃণমূল সুপ্রিমো কিংবা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন না। এবার ২ জনেরই থাকার কথা। এসআইআর আবহে মমতা ও অভিষেক সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। সংহতি দিবসের মঞ্চে মমতা ও অভিষেকের থাকার সম্ভাবনা নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওই দিনে সংহতি দিবস পালন করে তৃণমূল।

এর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ধর্মের লোককে নিয়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। এবছর সংহতি দিবসে সমাবেশ পালন করবে যুব তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সহায়তা করবে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদ ও অন্য শাখা সংগঠনগুলি। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই।

(২ পাতার পর)

হাওড়ায় বাইকের গ্যারাজে বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে মৃত এক

পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে গ্যারাজের আড়ালে বেআইনিভাবে তেল বিক্রি করা হতো কিনা তা জানতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মৃত ওই ব্যক্তির নাম সন্দীপ দাস। আন্দুল রোডের নিমতলায় ওই বাইক সারানোর গ্যারাজ।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কাজ চলাকালীন হঠাৎই ওই গ্যারাজে আগুন লেগে যায়। দাহ্য পদার্থ মজুদ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। আগুন এতটাই ভয়ংকর আকার নেয় যে আশেপাশের দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দ্রুত আগুন নেভানোর কাজ করা হয়। তবে কীভাবে এত বড় আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুমান, বাইক সারানোর কাজ চলাকালীন বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লাগতে পারে।

মোদির হাতে বিলাসবহুল 'রোমান বাঘ' ঘড়ি, দাম ও বিশেষত্ব শুনলে চমকে যাবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বদাই চর্চায় থাকেন। কেবল রাজনীতির জন্য নয় চর্চা হয় তার ফ্যাশন নিয়েও। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেখা গিয়েছে একটি ঘড়ি যা নির্মিত ভারতীয় কারুশিল্পের উপর। এটাই এখন চর্চার কেন্দ্রে। জয়পুর ওয়াচ কোম্পানির একটি অসাধারণ হাতঘড়ির মাধ্যমে নজর কেড়েছে

মোদি।আনুমানিক ৫৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার এর মধ্যে দামের এই ঘড়িটি বিলাসবহুল হিসেবে পরিচিত। এর প্রিমিয়াম ফিনিশ, ঐতিহাসিক উপাদান অনেকের থেকে আলাদা করে তোলে।

গৌরব মেহতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, জয়পুর ওয়াচ কোম্পানি অনন্য ভারতীয় স্মারক, মুদ্রা, ডাকটিকিট, ঐতিহ্যবাহী নকশাগুলিকে বিলাসবহুল ঘড়িতে রূপান্তরিত করার জন্য পরিচিত। বিশ্ববাজারে ভারতীয় বিলাসবহুল নকশাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য

এরপর ৬ পাতায়

গৃহযুদ্ধের পথে কী বাংলাদেশ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মানবতা-বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। মহম্মদ ইউনুসের 'ক্যাঙারু আদালতের' সেই রায়ের নিন্দায় ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন। ক্ষোভে ফেটে পড়েছে আওয়ামি লিগও। এবার কি তাহলে গৃহযুদ্ধ বাঁধবে বাংলাদেশে?যদিও এই রায়কে মানছেন না শেখ হাসিনা এবং তাঁর দল। ফাঁসির সাজা ঘোষণা হতেই সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, একটি মৌলবাদী এবং অনির্বাচিত সরকারের রায় অর্থহীন। এদের সাজা দেওয়ার এক্তিয়ারই নেই। মানুষকে বোকা বানাতে নাটক চলছে। বাংলাদেশের ইতিহাস পালটে ফেলতে ষড়যন্ত্র চলছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে পারবেন হাসিনা কিংবা তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সমস্যা হল হাসিনা যদি তা করেন, তবে ইউনুসের ট্রাইবুনালকে মান্যতা দেওয়া হবে। শুরু থেকে যার বিরুদ্ধে সরব বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল। হাসিনা-ঘনিষ্ঠ আওয়ামি লিগ নেতা মহিবুল হাসান চৌধুরীর কথায় বাড়ছে আশঙ্কা।

মহিবুল বলেন, "এটা সাজানো নাটক ছিল। ওরা জানত এই রায় কার্যকর হবে না। তাই ওদের কিছু একটা রায় দিতেই হত। আগে থেকেই এই রায় লেখা হয়ে গিয়েছিল। গত একমাস ধরে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

চিকেনস নেক' রক্ষায় সীমান্তে শক্তি বাড়াল ত্রিশক্তি কোর

শিলিগুড়ি : জুলাই বিক্ষোভে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। এরপরেই নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ। লক ডাউন, বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিপর্যস্ত পড়শি দেশের স্বাভাবিক জনজীবন। এরপরেই উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।অন্যদিকে শিলিগুড়ি করিডোরে সুরক্ষা বাড়াতে নয়া পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাশাপাশি বিএসএফের তৎপরতা বেড়েছে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে রয়েছে বালুরঘাটের হিলি সীমান্ত, জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি সীমান্ত, কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত, হলদিবাড়ি চিলাহাটি রেলপথ ও তিনবিঘা করিডোর। সোমবার থেকে বিএসএফ-এর জলপাইগুড়ি সেক্টর, শিলিগুড়ি রাধাবাড়ি সেক্টর, রায়গঞ্জ সেক্টর ও কিষানগঞ্জ সেক্টর সেখানে কড়া নজরদারি শুরু করেছে বলে সীমান্তে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন কমেছে।শুরু হয়েছে আরও কড়া নজরদারি। কার্যত নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে দীর্ঘ সীমান্ত সংলগ্ন প্রতিটি জনপদ। থার্মাল ক্যামেরা, নাইটভিশন ক্যামেরা, সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয় অংশের চেকপোস্টে বসানো হচ্ছে বায়োমেট্রিক লক। এমনকী 'চিকেনস নেকে'র সুরক্ষায় তৈরি ত্রিশক্তি কোর।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ এবং দক্ষিণ দিনাজপুর মিলিয়ে ছয় জেলায় প্রায় ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এরমধ্যে ১৯৫ কিলোমিটার সীমান্তে নদী, জমির সমস্যার জন্য কাঁটাতারের বেড়া নেই। আবার নদীর পারে কাঁটাতার ফেলা থাকলেও তাতে নিরাপত্তা পুরোপুরি সুনিশ্চিত হয় না। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরেই ওই এলাকায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) টহল বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সীমান্ত রয়েছে কোচবিহার জেলায়। ৫৫০ কিলোমিটার। এরপর দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫০ কিলোমিটার। উত্তর দিনাজপুরে রয়েছে ২২৭ সীমান্ত। এই বিরাট সীমান্তের দুই দিনাজপুর এবং মালদহের অধীনে থাকা প্রায় ৭০০ কিলোমিটার এবং কোচবিহারের ৫৫০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত 'শিলিগুড়ি করিডোর' রক্ষায় বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে অসমের ধুবড়ি সংলগ্ন বামুনি, বিহারের কিশনগঞ্জ এবং উত্তরের চোপড়া এলাকায় তিনটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে ভারত। ওই 'চিকেনস নেক' ঘিরে রয়েছে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চিন। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এলাকাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকে এই এলাকায় সামরিক বাহিনীর তৎপরতা বেড়েছে। 'চিকেনস নেকে'র নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কর্পস। মঙ্গলবার থেকে ওই ইউনিটের তৎপরতাও বেড়েছে বলে খবর।

আগেই হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে মোতায়েন রাখা হয়েছে রাফাল যুদ্ধবিমান, বিভিন্ন মিগ ভ্যারিয়েন্ট ও ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র রেজিমেন্ট। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানেও বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত নজরে রেখে তিন দফায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরাট মহড়া শুরু হয়েছে ৬ নভেম্বর। সতর্ক করা হয়েছে ওই সীমান্ত লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের। প্রস্তুত রাখা হয়েছে সুখোই ৩০, রাফাল, জাগুয়ার সহ একাধিক যুদ্ধবিমান।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

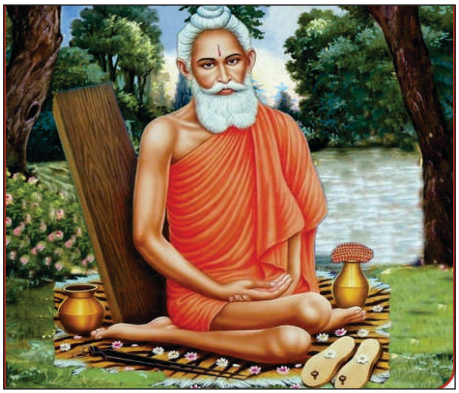

অনেক গল্প। ধর্মপ্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; হঠাৎ চোখ খুলে দেখেন চারিদিকের আগুনের লেলিহান শিখা; প্রচন্ড ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অজ্ঞান হবার মুহূর্তে দেখতে পান; এক দীর্ঘদেহী উলঙ্গ মানুষ তাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। যখন জ্ঞান ফিরে পান দেখেন; আসে-পাশে কোন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

হাহাজান ঘাটে পাকা সেতুর দাবিতে আন্দোলনের পথে গ্রামবাসীরা

কালে নেতা মন্ত্রীদের দ্বারা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সেতু করে দেওয়ার। কিন্তু সেই দাবি পূরণ হয়নি। তাই সেতুর দাবিতে এবারে ছয়টি গ্রামের বাসিন্দারা জোট বেঁধে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন বলে খবর।

সোমবার লস্করপুরের হরিবাসর মন্দির এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে আলোচনা সভা হয়। আন্দোলন করতে কী কী করণীয় এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা হয়। জানা গেছে ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন, পথ অবরোধ, বিক্ষোভ সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে খবর।

এই বিষয়ে নরেন মন্ডল জানান, আমরা দীর্ঘদিন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিধায়ক, মন্ত্রীর আশ্বাস শুনেছি। কিন্তু এবারে কাজ চাই। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ বা কাজ না শুরু করা হলে ভোট বয়কট করব আমরা। শুধু তাই নয়, এলাকায় কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে দেব না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ক্ষুদ্র চিত্র, অঙ্কনে পটুত্ব নেই। থাকল এখানে।তবে অক্ষোভ্যকুলের অনেক দেবতাই শত্রু-দলনমুদ্রায় আছেন। কালীর মূর্তিতত্ত্বের ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটি বুঝতে গেলে এই অক্ষোভ্যকুলের গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল তথ্য ব্যবহারের জন্য নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো

নতুন দিল্লি, ১৭ নভেম্বর,২০২৫ **(দ্বিতীয় পর্ব)**

কার্যকর করে। তারা দ্রুতবর্ধনশীল ডিজিটাল পরিবেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা তৈরি করে। এই নিয়মাবলীগুলি নাগরিকদের অধিকার এবং সংস্থাগুলির দ্বারা তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়। এই নিয়মাবলীর লক্ষ্য হল তথ্যের অনুমোদনবিহীন বাণিজ্যিক ব্যবহার দমন করা, ডিজিটাল ক্ষতি কমানোর জন্য একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করা। এগুলি ভারতকে একটি শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত ডিজিটাল অর্থনীতি বজায় রাখতেও সহায়তা করবে।

এই ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বিধিমালাগুলি নিম্নলিখিত কিছু মূল বিধানের রূপরেখা দিয়েছে:

ধাপে ধাপে এবং বাস্তবসম্মত বাস্তবায়ন

এই বিধিমালাগুলি ধাপে ধাপে নিয়ম পালনের জন্য আঠারো মাসের সময়সীমা চালু করেছে। এটি সংস্থাগুলিকে তাদের পদ্ধতিগুলি সাজিয়ে নিতে এবং দায়িত্বশীল তথ্য অনুশীলন গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেবে। প্রত্যেক ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থাকে অবশ্যই একটি পৃথক সম্মতির বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে, যা স্পষ্ট এবং সহজে বোধগম্য। সেই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে ব্যক্তিগত তথ্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। সম্মতি পরিচালক সংস্থাগুলি, যারা লোকেদের তাদের অনুমতি পরিচালনা করতে সহায়তা করে, তাদের অবশ্যই ভারতে অবস্থিত কোম্পানি হতে হবে।

ব্যক্তিগত তথ্য লঙ্ঘনের বিজ্ঞপ্তি জানানোর সুস্পষ্ট প্রোটোকল

এই বিধিমালাগুলি ব্যক্তিগত তথ্য লঙ্ঘনের খবর জানানোর জন্য একটি সহজ এবং সময়োচিত প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছে। যখন কোনো তথ্য লঙ্ঘন ঘটে, তখন ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থাকে অবিলম্বে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জানাতে হবে। এই বার্তাটি সরল ভাষায় হতে হবে এবং কি ঘটেছে, এর সম্ভাব্য প্রভাব কি এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগের বিবরণও তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা

এই বিধিমালাগুলি প্রতিটি ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থাকে ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জন্য সুস্পষ্ট যোগাযোগের তথ্য প্রদর্শন করতে বাধ্যতামূলক করেছে। এটি একজন মনোনীত আধিকারিক বা ডেটা সুরক্ষা আধিকারিকের যোগাযোগের তথ্য হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থাগুলির জন্য আরও কঠোর দায়িত্ব রয়েছে। তাদের অবশ্যই স্বাধীন নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে এবং প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। এছাড়াও, নতুন বা সংবেদনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় তাদের আরও কঠোর যাচাইকরণ অনুসরণ করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে স্থানীয় স্টোরেজ-সহ, ডেটার সীমাবদ্ধ বিভাগগুলির উপর সরকারি নির্দেশাবলী তাদের মেনে চলতে হবে।

ডেটা স্বত্বাধিকারীদের অধিকার জোরদার করা

এই বিধিমালাগুলি আইনে ইতিমধ্যেই দেওয়া অধিকারগুলিকে আরও জোরদার করেছে। ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য দেখার বা সংশোধন ও আপডেট করার অনুরোধ করতে পারে। কিছু পরিস্থিতিতে তারা ডেটা মুছে ফেলার অনুরোধ-ও করতে পারে। তারা তাদের পক্ষ থেকে এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করার জন্য অন্য কাউকে মনোনীত করতে পারে। ডেটা বিশ্বস্ত সংস্থাগুলিকে এই ধরনের অনুরোধের জবাব নব্বই দিনের মধ্যে দিতে হবে।

সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডেটা সুরক্ষা বোর্ড বা পর্ষদ

এই বিধিমালাগুলি ভারতের একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডেটা সুরক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে, যা চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। নাগরিকরা একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে এবং তাদের মামলার গতিবিধি অনুসরণ

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

ট্রাম্পের পরিকল্পনা ফের হল ব্যর্থ? অক্টোবরে রাশিয়া থেকে কত তেল কিনল ভারত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রুশ কাঁচা তেলকে আন্তর্জাতিক বাজারে আসতে বাধা দিতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, তবে বাস্তবে তেমন সাফল্য মিলছে না। হেলসিঙ্কি-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট সেই চিত্রই স্পষ্ট করছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবর মাসে রুশ তেলের সবচেয়ে বড় আমদানিকারকের তালিকায় ভারতের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়, চীনের ঠিক পরেই। ওই মাসে ভারত প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলারের রুশ কাঁচা তেল আমদানি করেছে, যেখানে চীনের আমদানি ছিল ৩.৭ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ে মার্কিন প্রশাসন ভারত ও চীনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেও রুশ তেল আমদানিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পতন দেখা যায়নি।

রুশ তেল আমদানি থেকে আটকানো যাচ্ছে না ভারত-চিনকে

CREA জানায়, অক্টোবর মাসে রাশিয়া থেকে ভারতের মোট ফসিল ফুয়েল আমদানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.১ বিলিয়ন ডলারে। একই সময়ে চীন আমদানি করেছে ৫.৮ বিলিয়ন ডলারের ফসিল ফুয়েল। আমদানিকারকদের তালিকায় ২.৭ বিলিয়ন ডলার নিয়ে তুরকি তৃতীয় স্থানে, আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১.১ বিলিয়ন ডলারের আমদানির ভিত্তিতে ছিল চতুর্থ স্থানে। পশ্চিমা দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরেই ভারত ও চীনের ওপর রুশ তেল কেনা কমানোর চাপ বাড়াচ্ছে। তাদের দাবি, রুশ তেলের বিপুল রাজস্ব ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার শীর্ষ দুই তেল রপ্তানিকারক সংস্থা রোসনেফট ও লুকোইল-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। CREA মনে করছে, এসব নিষেধাজ্ঞার প্রভাব ডিসেম্বর মাসের আমদানি পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হতে পারে।

চিন শুধু কাঁচা তেলেই নয়, রুশ কয়লারও সবচেয়ে বড় ক্রেতা হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে। রুশ কয়লা আমদানিতে ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়, আর এরপরেই তুরকি। অক্টোবর মাসে ভারত ৩৫১ মিলিয়ন ডলারের রুশ কয়লা এবং ২২২ মিলিয়ন ডলারের পরিশোধিত তেলপণ্য আমদানি করেছে। সেই তুলনায় তুর্কি গত মাসে রুশ তেলপণ্য আমদানিতে শীর্ষে ছিল—মোট আমদানি ৯৫৭ মিলিয়ন ডলারের, যার প্রায় অর্ধেকই ছিল ডিজেল। দেশটি একই সময়ে রুশ গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে ৯২৯ মিলিয়ন ডলারের গ্যাস এবং ৫৭২ মিলিয়ন ডলারের কাঁচা তেল আমদানি করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নও রুশ জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা পুরোপুরি ছিন্ন করতে পারেনি। অক্টোবরেই তারা ৮২৪ মিলিয়ন ডলারের রুশ এলএনজি ও পাইপলাইন গ্যাস আমদানি করেছে এবং অতিরিক্ত ৩১১ মিলিয়ন ডলারের রুশ কাঁচা তেল কিনেছে। দক্ষিণ কোরিয়া তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে, যাদের রুশ ফসিল ফুয়েল আমদানির মোট মূল্য ছিল প্রায় ২১৫ মিলিয়ন ডলার। কোরিয়ার আমদানির ৫৩ শতাংশ ছিল কয়লা, এরপর এলএনজি ১০৭ মিলিয়ন ডলার এবং তেলপণ্য ৮০ মিলিয়ন ডলারের।

CREA-এর রিপোর্ট স্পষ্ট বোঝাচ্ছে যে বৈশ্বিক বাজারে রুশ জ্বালানির প্রভাব এখনো অটুট। যুক্তরাষ্ট্রের চাপ, নিষেধাজ্ঞা বা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা—কোনোটিই এখন পর্যন্ত রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানির ধারা রুখতে পারেনি। বরং ভারত-চিন-তুর্কি-ইউরোপ, সবাই নিজ নিজ অর্থনৈতিক সুবিধা-চাহিদা অনুযায়ী রুশ জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বজায় রেখেছে।

(৩ পাতার পর)

মোদির হাতে বিলাসবহুল 'রোমান বাঘ' ঘড়ি, দাম ও বিশেষত্ব শুনলে চমকে যাবেন

ব্র্যান্ডটি ধীরে ধীরে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ঘড়িটি একটি গর্বিত স্মারক যেটি ভারতীয় সৃজনশীলতা এবং বিলাসবহুল কারুশিল্পকে বিশ্ব মঞ্চে উজ্জ্বল করতে প্রস্তুত।যে ঘড়ি প্রধানমন্ত্রী হাতে দেখা গিয়েছে তার দাম শুনলে অবাক হয়ে যাবেন।

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জনসভায় তাঁকে যে ঘড়িটি পরতে দেখা গেছে তা হল রোমান বাঘ, যেটি ঐতিহ্য, উদ্ভাবন এবং জাতীয় গর্বের প্রতিফলন ঘটায়। এই ঘড়ির কেন্দ্রে রয়েছে ১৯৪৭ সালের একটি মুদ্রা নকশা। রোমান বাঘকে অন্য ঘড়ির থেকে আলাদা করে তুলেছে এর ডায়াল। ঘড়ির ডায়ালে ১৯৪৭ সালের একটি আসল এক টাকার মুদ্রা রয়েছে যা ভারতের আইকনিক বাঘকে চিত্রিত করে। এই বিবরণটি কেবল শৈল্পিকতার চেয়েও বেশি কিছু। এই শিল্প একই বছরে ভারত যে শক্তিশালী রূপান্তর ঘটিয়েছিল তার প্রতিনিধিত্ব করে। স্বাধীনতায় পা রাখা এবং নিজস্ব পরিচয়ে বেড়ে ওঠার প্রতিফলন ঘটায় এই নকশা।

রোমান বাঘটি টেকসই ৩১৬ লিটার স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি একটি শক্ত ৪৩ মিমি কেস দিয়ে তৈরি। এর ভেতরে রয়েছে নির্ভরযোগ্য জাপানি মিয়োটা অটোমেটিক মুভমেন্ট, যা মসৃণ পারফরম্যান্স এবং দৈনন্দিন নির্ভুলতার জন্য পরিচিত। একটি স্বচ্ছ কেস-ব্যাক ঘড়ি যা স্ক্র্যাচ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে। ৫টি এটিএম জল প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।

(৩ পাতার পর)

গৃহযুদ্ধের পথে কী বাংলাদেশ?

আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। এই আদালত সম্পূর্ণ অসাংবিধানিকভাবে গঠন করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের আইন সংশোধন করার কোনও আইনি ক্ষমতা অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। ক্যাঙারু আদালতে এই বিচার হয়েছে।" তাঁর দাবি, বাংলাদেশে জনগণের সমর্থন রয়েছে হাসিনা এবং আওয়ামি লিগের উপর। তিনি জানান, ইউনুসের শাসনে বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের পথে হাঁটছে। তিনি আরও বলেন, "আইনি লড়াইয়ে আমাদের পছন্দের আইনজীবীদের নিয়োগ করার অনুমতি ছিল না। তারা আমাদের পলাতক হিসাবে ঘোষণা করেছে। ঢাকার কিছু বর্ষীয়ান আইনজীবী হাসিনার পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তাদের আদালতে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। আমরা কোনও প্রতিনিধিত্বই করতে পারিনি।"

সিনেমার খবর

বলিউডে বাজেটের রেকর্ড ভাঙবে শাহরুখের ‘কিং’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছেন কিং খান শাহরুখ। তার আসন্ন সিনেমা ‘কিং’ ইতোমধ্যেই আলোচনার

কেন্দ্রবিন্দুতে—বাজেট, অ্যাকশন, এবং পরিসর সব দিক থেকেই এটি হতে যাচ্ছে বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমাগুলোর একটি।

বলিউড হাঙ্গামার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবির প্রাথমিক বাজেট ছিল ১৫০ কোটি রুপি। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের ভিএফএক্স, বিশাল সেট ও চমকপ্রদ অ্যাকশন দৃশ্য যুক্ত হওয়ায় বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫০ কোটি রুপিতে। এর সঙ্গে এখনো যুক্ত হয়নি প্রোমোশন বা বিপণনের খরচ।

প্রথমে সিনেমাটি পরিকল্পনা করেছিলেন পরিচালক সুজয় ঘোষ, একটি সীমিত বাজেটের থ্রিলার হিসেবে। পরে সিদ্ধার্থ আনন্দ দায়িত্ব নেন এবং শাহরুখের সঙ্গে বসে পুরো গল্প ও কনসেপ্ট নতুনভাবে সাজান। লক্ষ্য—ভারতীয় দর্শকদের এমন অ্যাকশন অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া, যা বলিউডে আগে কখনও দেখা যায়নি।

‘কিং’-এ থাকছে ছয়টি দৃষ্টিনন্দন অ্যাকশন সিকোয়েন্স—তিনটি বাস্তব লোকেশনে ও তিনটি বিশেষভাবে নির্মিত সেটে। জানা গেছে, শাহরুখের পরিচয় দৃশ্যেই ব্যয় হচ্ছে বিপুল অর্থ, যা সিনেমাটির অন্যতম আকর্ষণ হতে যাচ্ছে।

গৌরী খান ও মমতা আনন্দের প্রযোজনায় তৈরি হচ্ছে এই বিশাল প্রকল্প, যেখানে শাহরুখ নিজেও প্রযোজক হিসেবে যুক্ত আছেন।

২০২৬ সালে মুক্তির লক্ষ্যে কাজ এগোচ্ছে দ্রুত। বলিউড বিশ্লেষকদের মতে, ‘কিং’ শুধু শাহরুখের ক্যারিয়ারের নয়, ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় লিখতে যাচ্ছে।

‘সম্পর্ক দুই মিনিটে তৈরি হয়ে যাওয়া নুডুলসের মতো নয়’

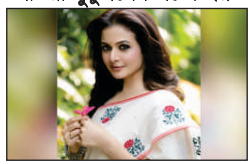

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টলিউডের অন্যতম ব্যস্ত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। কাজ ও সংসার নিয়েই ডুবে থাকেন তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সম্পর্ক বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন অভিনেত্রী। জানালেন কীভাবে বন্ধন অটুট রাখতে হয়।

কোয়েল বলেন, সম্পর্ক দুই মিনিটে তৈরি হয়ে যাওয়া নুডুলসের মতো নয়। এরকম নয় যে প্রতিটা সময়, প্রতিটা মুহূর্ত খুব সুন্দর হবে, খুব খুশির হবে। একটা সম্পর্ক মানে একটা কথা দেওয়া, কমিটমেন্ট। সেই কমিটমেন্টের মধ্যে একটা পবিত্রতা থাকে, একটা লয়ালটি থাকে।’

চাইলেই সম্পর্ক বদলে ফেলা যায় না উল্লেখ করে অভিনেত্রী বলেন, জামাকাপড় বদলানোর মতো এটা ভালো লাগছে না তো ওটা। লাল জামাটা অনেক দিন পরা হয়ে গেছে আর ভালো লাগছে না, তো নীল জামাটা পরি—সম্পর্ক বিষয়টা কিন্তু সে রকম নয়। হয়তো আমি একটু পুরোনো ধাঁচের, আর আমি ওভাবেই ভালোবাসতে ভালোবাসি।

প্রসঙ্গত, ভালোবেসে প্রযোজক নিসপাল সিং রানেকে বিয়ে করেন কোয়েল। তাদের দাম্পত্যজীবনের এক যুগ হলে চলল। এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সুখেই কাটছে এ তারকা দম্পতির সংসার।

আমি আর আমার ছেলে একসঙ্গে বড় হয়েছি: শ্রাবন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। বিয়ের এক বছরের মাথায় পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এরপর বিয়ে ভাঙাগড়ার মধ্যে ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে চলছে শ্রাবন্তীর জীবন।

এক পডকাস্টে তিনি বলেন, আমার কাছে প্রায়োরিটি খুব জরুরি। সেই সময় আমি ভেবেছিলাম নিজেকে সময় দেব।

অভিনেত্রী বলেন, হয়তো অত ছোট বয়সে বিয়ে করাটা ভীষণ বাড়াবাড়ি, কিন্তু কপালে ছিল। বিয়েটা না করলে হয়তো আমি নিজের ছেলেকে পেতাম না। ঝিনুককে (ছেলে) আমি খুব ছোটবেলায় পেয়েছি।

তার কথায়, আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমি নিজেও খুব ছোট ছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল ছেলেকে সময় দিই। ওর জন্ম, বড় হওয়া—ছেলের সঙ্গে সময়টা আমি খুব এনজয় করেছি।

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে ‘চ্যাম্পিয়ন’ ছবিতে নায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন শ্রাবন্তী। তার বিপরীতে ছিলেন জিৎ। বক্স অফিসে দারুণ সফল হয় ছবিটি। শ্রাবন্তী তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। ভালোবাসার টানে বাড়ির অমতে পরিচালক রাজীব কুমার বিশ্বাসকে বিয়ে করেন ১৬ বছর বয়সে। এরপর ১৭ বছর বয়সে স্কুলের গণ্ডি পার করার আগেই মা হয়েছিলেন তিনি।

বিশ্বকাপ জিতে পুলিশে চাকরিসহ একাধিক পুরস্কারে ভাসলেন রিচা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। সে দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন বাঙালি রিচা ঘোষ। এ মুহূর্তে গোটা টিমের সঙ্গে অভিনন্দনবার্তায় ভাসছেন তিনিও।

শনিবার তাকে বরণ করে নিল রাজ্য সরকার ও সিএবি। ইডেন গার্ডেন্সে পুরস্কারের মেলা বসেছিল রিচার জন্য। কী কী পেলেন তিনি?

রাজ্য সরকার থেকে রিচার হাতে পুলিশের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট (ডিএসপি) পদে চাকরি পেলেন রিচা। সঙ্গে তার হাতে বঙ্গভূষণ পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রাজ্য সরকার ও ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে রিচাকে সোনার চেইন পরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঘরের মেয়েকে বরণে সিএবি-ও পিছিয়ে ছিল না। শনিবার অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাই। ইডেন গার্ডেন্সের ক্লাব হাউসের লনের সামনেই তৈরি হয়েছিল মঞ্চ। সেখানে রিচাকে চাদর পরিয়ে দেন সিএবি সচিব বাবলু কোলে। তার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন ভাইস প্রেসিডেন্ট নীতীশরঞ্জন দত্ত। মিষ্টি তুলে দেন যুগ্ম সচিব মদন ঘোষ।

এরপরই আসল চমক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে রিচাকে সোনার ব্যাট ও বল তুলে দেয় সিএবি। রিচাকে দেওয়া হয় ৩৪ লাখ টাকার চেক। যেহেতু তিনি ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৪ বলে ৩৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন। ফাইনালে প্রত্যেক রান পিছু এক লাখ টাকা করে দেয় সিএবি। রিচাকে যে ৩৪ লাখ টাকা দেওয়া হবে এবং সেটা দেওয়া হবে বিশেষ এক কারণে। শুক্রবারই তা জানিয়েছিলেন সিএবির কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। সেটাই হলো শনিবার। পাশাপাশি সিএবির প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি ক্রিস্টালের ঘোড়া তুলে দেন রিচার হাতে।

পুরস্কার পেয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানান রিচা। পুরস্কার আর উপহারের বন্যায় যখন এ বঙ্গকন্যা ভাসছেন, এ সময় তার গর্বিত বাবা-মা ইডেনের আলো ঝলমলে মঞ্চে বসে মুচকি হাসছিলেন।

বিশ্বরেকর্ড করল অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বলে ১০০০ রান করার বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন অভিষেক শর্মা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে এই রেকর্ড করেছেন ভারতের এই বাঁহাতি ওপেনার।

ব্রিসবেনের গ্যাবা স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়েছে ভারত। ৪.৫ ওভার খেলা হতেই বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি।

তার আগে অবশ্য ঝড় বইয়ে দিয়েছেন অভিষেক শুভমান গিল। অবিচ্ছিন্ন ওপেনিং জুটিতে দুজনে যোগ করেছেন ৫২ রান। অভিষেক ১৩ বলে ২৩, গিল ১৬ বলে ২৯ রানে অপরাজিত আছেন। এই ইনিংসের সৌজন্যে টি-টোয়েন্টিতে ১ হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছান তিনি। এ জন্য তাঁর লেগেছে ৫২৮ বল।

বিশ্ব রেকর্ড গড়ে অভিষেক ছাড়িয়ে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিডকে। ডেভিড গত সপ্তাহে হোবার্টে ৩৮ বল খেলে ৭৪ রানের ইনিংসের কল্যাণে ৫৬৯ বল টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রান করেন। ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৫৭৩ বল খেলে তালিকায় তিন নম্বরে আছেন। নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন ৬১১ বল করেছিলেন এক হাজার রান।

ম্যাচের দিক থেকে দেখা যায়, অভিষেক শর্মা ২৮ ইনিংসে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম। ২৭ ইনিংসে সবচেয়ে দ্রুতত এক হাজার রান করেছিলেন বিরাট কোহলি।

এটাই আমার সেরা সময়: হলান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

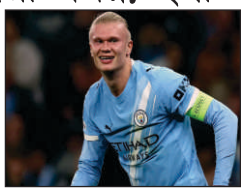

মৌসুমের শুরুতেই গোলের ঝড় তুলেছেন আর্লিং হলান্ড। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে মাত্র ১৭ ম্যাচে ২৭ গোল করেছেন এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। নিজেকে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো অবস্থায় অনুভব করছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই গোলমেশিন।

২৫ বছর বয়সী হলান্ড বলেন, 'এটা দুর্দান্ত শুরু, আর আমার খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, এটাই আমার সেরা রূপ। এর আগে কখনও এতটা ভালো লাগেনি। শাণিত থাকতে হলে মানসিকভাবে ইতিবাচক থাকতে হবে, ভালোভাবে বিশ্রাম নিতে হবে, চিকিৎসা নিতে হবে, সঠিক খাবার খেতে হবে—সবকিছু মিলিয়ে ভারসাম্যটা ধরে রাখাই মূল।'

২০২২ সালে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪২ গোল করেছেন হলান্ড। তার এমন ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন চারদিক থেকে।

নিজের এই উন্নতির পেছনে কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সিটিতে আসার পর থেকেই তিনি আমাকে মুভমেন্ট নিয়ে সাহায্য করছেন। আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন, যেখান থেকে আমি সহজেই গোল করতে পারি। তিনি একজন জিনিয়াস। তার নিবেদন ও পরিশ্রমই সাফল্যের আসল কারণ।'

আগামী রবিবার প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি ও লিভারপুল। ম্যাচটি পেপ গুয়ার্দিওলার কোচিং ক্যারিয়ারের ১০০০তম ম্যাচ হতে যাচ্ছে। টাইটেল রেসে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে জয় পেতে মরিয়া দুই দলই। বর্তমানে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্সেনাল। তাদের চেয়ে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি, আর ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে লিভারপুল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR